Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 838 - 844
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা সাহিত্যে প্রতিবাদী নারীকণ্ঠ

অম্বিকা হালদার
এম. এ, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া
Email ID : ambikahalder1994@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Patriarchal society, women protest, opposition to unjust oppression, Bravery, Strict social system, Scorned woman, Realistic woman, A disgraced woman.

Abstract
Feminism is an important issue in the age of globalization. In today society, women are much ahead that before. Women have transcended the patriarchal society to create a world of their own. This freedom or free environment situation for women did not develop easily. Mini great people co-operation, efforts and help is the reason behind it. Among various mission, woman have excellent in education and other fields. This great people are - Rabindranath Tagore, Raja RamMohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Michael Madhusudan Dutta, Sarat Chandra Chattopadhyay etc. The late 20th country saw the arrival of several women writers who change the mind state of women thought their writing power. Mentionable among them like-Ashapurna Devi, Suchitra Bhattacharya etc. Apart from this the power of writing of Rabindranath Tagore, also inspired women to emancipate themselves from patriarchal society and live independently. At once time. Women used to accept all the crimes with their mouths, did not protest any injustice, but later in the 20th country, it is seen that woman are protesting with a strong voice against injustice and wrong doing. We can see this in the character of Ashapurna Devi 'satyavati', Where women also do everything equal to man. Similary, in Suchitra Bhattacharya Novel 'Dahan ' the mentality of punishing criminals can be seen in the character who is not afraid of anything. On the other hand Rabindranath Thakur stories like 'Dena pawna', 'Haimanti','Stripatra' etc. also show the protest mentality of women. Through all these writing, the voice of women's protest has been heard, as if they are continuing their hardest struggle. The main purpose of my discussed research paper is to highlight how woman strengthened the voice of protest by ignoring this patriarchal society.

Discussion

প্রতিবাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল আপত্তি। সমাজে ঘটে যাওয়া নানা অন্যায়ের প্রতি প্রতিবাদ, নারীর উপর প্রতিনিয়ত অত্যাচারের প্রতিবাদ, বলতে গেলে সমস্ত প্রতিবাদের একটাই লক্ষ্য অন্যায়কে প্রশ্রয় না দেওয়া। কোনো কিছুকে ভয় না পেয়ে জোরালো কণ্ঠে তার প্রতিবাদ জানানো। না কথাটাকে কঠোরভাবে না বলতে পারার মনোবল। বহু যুগ থেকেই সমাজে নারীদের প্রতি অত্যাচার হয়ে আসছে তা আমরা লক্ষ্য করেছি, বর্তমান সমাজো তার ব্যতিক্রম নয়। আজও সমাজে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 95
Website: https://tirj.org.in, Page No. 838 - 844
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নারীরা নানাভাবে অপমান অপদস্ত এবং অত্যাচারিত হয়ে আসছে। এতকিছুর পরেও অনেক সময় কিছু সাহসী নারীদের প্রতিবাদের জোরালো কণ্ঠ আমরা শুনতে পারি। কিছু নারী অন্যায়ের প্রতিবাদ করে তাদের সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আগের মত নারী আর পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ভীত হয়ে থাকে না, এখন তারা জোরালো কণ্ঠে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে জানে। বর্তমানে সমাজব্যবস্থা অনেক পরিবর্তন হয়েছে এখন নারীরা সকল ক্ষেত্রেই এগিয়ে এসেছে। কিন্তু শুরুর দিকে আমাদের দেশে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা পর্দার আড়ালে কঠোর নিয়ম নীতির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। সমাজের সকল নিয়ম পুরুষেরা নারী জাতিকে দমন করার জন্য প্রচলন করেছিল, তাদের মূল লক্ষ্য ছিল নারীরা যেন পুরুষের সমান হতে না পারে, নারীরা যাতে সকল সময়ই পুরুষজাতির পদপৃষ্ঠে থাকে। এই ছিল উনিশ শতকের আগের দিকে নারীদের সামাজিক অবস্থা। এরপর ১৯ শতকে মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সচিন্তা ও কর্ম নিষ্ঠায় নারী জাগতিক শুভ সূচনা হয়েছিল। তাঁর প্রচেষ্টায় মেয়েরা আস্তে আস্তে প্রচলিত নিয়ম নীতির বেড়াজাল অতিক্রম করে শিক্ষার জন্য ঘরের বাইরে আসতে শুরু করল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের নিয়ম নীতির পর নারী জাতি যেন বাঁচার নতুন পথ খুঁজে পেল। তারপর থেকে নারীরা পথ চলার নতুন দিগন্তের অনুসন্ধান করতে লাগলো। শিক্ষার আঙিনায় আস্তে আস্তে নারী জাতির পদশব্দ শোনা যেতে থাকে। শুরুর দিকে নারীদের পথ চলাটা এতটা সোজা ছিল না। নানা অন্যায় অত্যাচার সহ্য করে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে নারী জাতি জীবনের পথে এগিয়ে যেতে থাকে তাদের আর পিছন ফিরে দেখবার প্রয়োজন হয়নি। বাংলা সাহিত্যে একাধিক কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও উপন্যাসিকদের লেখনীর মধ্যেও নারী প্রতিবাদের জোরালো ভাষার কণ্ঠ শুনতে পাওয়া যায়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যেও শোনা গেল নারীমুক্তির সুর। বিশ শতকের শেষে এক ঝাঁক মহিলা কবির আগমন ঘটলো যাদের লেখনীর ভাষায় নারী প্রতিবাদের কণ্ঠ শুনতে পাওয়া যায় অত্যন্ত জোরালো ভাবে। তাঁরা হলেন - মল্লিকা সেনগুপ্ত, আশাপূর্ণা দেবী, সুচিত্রা ভট্টাচার্য প্রমূখ। আজ আমরা তেমনি বাংলা সাহিত্যের কিছু প্রতিবাদী নারীদের জোরালো কণ্ঠের জোরালো ভাষা তুলে ধরবো। আমরা আজও বাংলা সাহিত্যের সেই সব প্রতিবাদী নারীদের প্রতিবাদের মনোবল এবং জোরালো কণ্ঠের কুর্নিশ জানাই।

“আমার কবিতা আলোর চাতক, অন্ধকারের মুনিয়া
কবিতা আমার ঘরের যুদ্ধ, যুদ্ধ শেষের কান্না
আমার কবিতা অসহায় যত পাগলি মেয়ের প্রলাপ
আমার কবিতা পোড়া ইরাকের ধ্বংসে রক্ত গোলাপ
আমার কবিতা ফুটপাত-শিশু, গর্ভে নিহত কন্যা
কবিতা আমার ঝড় দুর্যোগ মহামারি ধ্বংস বন্যা
আমার কবিতা বাঁচতে শিখেছে নিজেই নিজের শর্ত
সেলাম সেলাম জিঙ - কাটা খান, ব্যাস, বাল্মিকী, দান্তে
আমার কবিতা আগুনের খোঁজে বেরিয়েছে কাঠ আনতে।”[১]

ঋগ্বেদ থেকে ২১ শতক পর্যন্ত আবহানকাল ধরে বয়ে চলা নারী লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদী বর্ণমালা গড়ে তুলেছে এই যুগের অগ্নিকন্যা মল্লিকা সেনগুপ্ত। তাঁর মধ্যে একটা প্রতিবাদী নারী সত্তার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তা লেখনি সকল নারীর মনে শক্তি সঞ্চয় করে গেছে। বিশ শতকে পরবর্তীকালে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কঠোর প্রতিবাদ জানিয়ে লেখনীকে প্রতিবাদের অস্ত্র হিসেবে তুলে ধরেছেন, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ঘটে যাওয়া নারীদের প্রতি অন্যায়ের কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি হলেন আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯ - ১৯৯৫) তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সেই সময় ঘটে যাওয়া নারীদের প্রতি অত্যাচার ও লাঞ্ছনার প্রতি জোরালো প্রতিবাদকে লেখনীর ভাষা হিসেবে তুলে ধরেছেন। আশাপূর্ণা দেবী এই রকম একটি নারী প্রতিবাদ কেন্দ্রিক ট্রিলজি উপন্যাস যেটিকে কেবলমাত্র উপন্যাস বলা চলে না, সেটি তাঁর যুগান্তকারী সৃষ্টি তা হল – ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’। উনিশ শতকের অনেকটা সময় জুড়েই আছে ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসের কাল পর্ব। তাঁর লেখা এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র যেকোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পিছুপা হয়নি সে হল সত্যবতী। এই সত্যবতী

চেয়েছে নারীর স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য বিকাশ। সত্যবতী মনে করতো মেয়েরা চাইলে সব করতে পারে পুরুষদের থেকে তারা কোনোভাবেই পিছিয়ে নেই তবে কেন তাদের আলাদাভাবে দেখা হবে। কেন তাদের যেকোনো কাজ স্বাধীনভাবে করতে বাঁধা দেওয়া হবে। সত্যবতী গ্রামাঞ্চলে একটি একান্নবর্তী পরিবারে নানা আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, বিধি-নিষেধ সংস্কারের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা যায় সত্যবতীর যে বিষয়গুলি নিয়ে প্রতিবাদ করা দরকার ছোট থেকেই সে সব বিষয়গুলির প্রতিবাদ জোরালো কণ্ঠে এবং জোরালো ভাষায় করেছে। সত্যবতীর ছিপ দিয়ে মাছ ধরার ব্যাপারে দীনতারিনী এবং মোক্ষদার চোখ কপালে উঠেছে, যখন তারা শুনতে পায় সত্য টোপ পেলে মাছ ধরবে, তখন মোক্ষদা ছিট পিটিয়ে ওঠেন, এবং বলেন -

> "ছিপ ফেলে মাছ ধরবি তুই? খুব নয় বাপসোহাগী আছিস, তাই বলে কি সাপের পাঁচ পা দেখেছিস? মেয়ে মানুষ ছিপ ফেলে মাছ ধরবি?"[২]

এই কথাটি শুনে সত্য জোড়ালো প্রতিবাদের কণ্ঠে বলে ওঠে -

> "আহা! ছোট ঠাকুরমার কি বাক্যির ছিরি! মেয়ে মানুষ মাছ ধরে না? রাঙা খুড়িমারা ধরে না? ও বাড়ির পিসিরা ধরে না?"[৩]

এইভাবে সত্যবতীর প্রচলিত রীতি-নীতি প্রতিবাদদের বাঁধা আনে।

আবার জটা দাদা যখন পান ফুরিয়ে যাওয়ার বিষয় নিয়ে তার বউকে লাথি মারে এবং বউ ভিমি খায়, পরে যখন আবার ভালো হয়ে যায় তখন জটা দাদার বউ দাদার সাথে হাঁসি মজা করছে দেখে সত্যবতী ক্ষুব্ধ হয়ে যায় এবং পুন্যি তার রাগের কারণ জানতে চাইলে সে বলে -

> "খ্যাংরা মারো অমন সোয়ামীর মুখে! যে সোয়ামী লাথি মেরে যমের দক্ষিণ দোরে পাঠায় তার সঙ্গে আবার হাসি-গপ্প? গলায় দিতে দড়ি জোটে না? আবার আমায় কি বলছে জানিস, আমার সোয়ামী আমায় মেরেছে, তোমায় তো মারতে যায়নি ঠাকুর ঝি? এত গায়ে জ্বালা কেন যে ছড়া বেঁধে গালমন্দ করতে আস?"[৪]

পুরুষ মানুষ সে স্বামীই হোক, তাই বলে মেয়ে মানুষের গায়ে হাত তোলা অন্যায় এটাও সত্যবতী মানতে পারেনি এবং সে প্রতিবাদ করে ওঠে। যে সময় পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা বন্দী ছিল সেই সময় আশাপূর্ণা দেবী তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সত্যবতী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে এক জোরালো প্রতিবাদ করেছিলেন। যা সেই সময় এবং বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের অনেক মনোবল বৃদ্ধি করেছে। আশাপূর্ণা দেবীর এই উপন্যাসটির সত্যবতী চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার নিয়ম-নীতির প্রতি কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেশ কিছু ছোট গল্পেও নারীদের প্রতিবাদী কন্ঠ শোনা যায় যেমন – 'দেনা পাওনা', 'হৈমন্তী', 'স্ত্রীর পত্র'। বিদ্যাসাগরের মতো নারী জাতির অগ্রগতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অনস্বীকার্য। তিনিও নারী জাতিকে গৃহকোণে বন্দী করে রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন না তাঁর লিখনের মধ্যে দিয়ে নারী জাতি প্রবল মনোবল এবং নতুন ভাবে পথ চলার অগ্রগতি খুঁজে পান। তাঁর লেখনি থেকে নারী জাতির মনে এক অপার শক্তির অনুসন্ধানের সূত্র পেয়েছেন। সমাজে যখন অন্যায়, অবিচার, শাসন ,শোষণ দীর্ঘ সময়ের ধরে চলতে থাকে তখন একটা সময় পর কলুষমুক্ত সমাজ গড়ার জন্য প্রতিবাদের প্রয়োজন হয়। নারী জাতির অগ্রগতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অস্বীকার করবার অবকাশ নেই। তিনি কখনোই অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি, এবং নারী জাতির প্রতি অন্যায় অত্যাচারের ঘোরে বিরোধিতা ছিলেন, এটি তাঁর লেখনি শক্তির মধ্যে পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে তাঁর প্রতিবাদী চেতনাযুক্ত গল্পগুলি আলোচনা করা হলো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেনাপাওনা' এই গল্পের অন্যতম নারী চরিত্র নিরুপমার মধ্যে প্রতিবাদী নারী কন্ঠে ভাষা লক্ষ্য করা যায়। আজও আমাদের সমাজের কন্যা সন্তানের জন্ম অখুশির কারণ বলে মনে করা হয় এবং তার জন্য মায়েদেরই দায়ী করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রচলিত নিয়মের বাইরে গিয়ে লেখক 'দেনা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 95
Website: https://tirj.org.in, Page No. 838 - 844
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পাওনা' গল্পে তার ব্যতিক্রমধর্মী চিত্র তুলে ধরেছেন। এই গল্পে নিরুপমার জন্মের পর তার পরিবারের সকলের আনন্দিত হয়েছিল। বিশেষ করে পাঁচ ছেলের পর মেয়েকে পেয়ে রামসুন্দর ও তার স্ত্রী সবথেকে বেশি খুশি হয়। নিরুপমা বড় হওয়ার সাথে সাথে তার বাবা-মায়ের চিন্তা হয় তাকে সৎপাত্রে বিয়ের দেওয়ার জন্য। অনেক চেষ্টার পর রাম সুন্দর ঢের যৌতুকের বিনিময়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে নিরুপমার বিয়ে দেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রায় বাহাদুরকে লোভী, শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধি রূপে তুলে ধরেছেন। নিরুপমার বাবা-মা মেয়ের সুখ শান্তির কথা ভাবতে গিয়ে নিজেদের শেষ সম্বল ভিটে মাটিটুকু বিক্রি করে নিঃস্ব হয়ে চলেছে। লেখক নিরুপমাকে প্রতিবাদী করে তোলে শ্বশুরবাড়ি সকলের অত্যাচার, অপমান, লাঞ্ছনা অতিষ্ঠ হয়ে সে তার বাবা রামসুন্দরকে একদিন বলেন -

> “বাবা তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও, তাহলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবেনা এই তোমার গা ছুঁয়ে বললুম।”[৫]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অর্থলোভী পুরুষেরা নিরুপমার মত মেয়েদের বুঝতে পারে না, এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আসলেই মেয়েদের বোঝার চেষ্টাও করা হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিষ্ঠ কণ্ঠে আমাদের শুনিয়ে বলেছেন -

> “টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোন মর্যাদা নেই আমি কি কেবল একটা টাকার থলি... এই টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান করোনা।”[৬]

এই টাকার জন্যই কন্যা পক্ষ সকল সময় বরপক্ষের কাছে অপমানিত হয়েই আসছে, আজও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর এই গল্পের নিরুপমার কথার মাধ্যমে সমাজের সকল নারী জাতিকে জাগ্রত করবার প্রচেষ্টা করেছেন যদিও প্রতিবাদের শেষে নিরুপমাকে ঝরা পাতার মতো ঝরে পরে পরপারে চলে যেতে হয়। রবীন্দ্রনাথের আরেকটি গল্প ‘স্ত্রীর পত্র’। এই গল্পে মৃণাল ছিল শিক্ষিত এবং আত্মমর্যাদা সম্পন্ন একটি চরিত্র। দীর্ঘ ১৫ বছরের সম্পর্ক স্বামীর সঙ্গে ছিন্ন করে সে স্বামীকে শ্রীক্ষেত্রে থেকে একটি চিঠি পাঠিয়ে তার বক্তব্য পেশ করে। মিনাল সুন্দরী ছিল এবং সে গৃহকার্যে বন্দী থাকতো। গল্পে অন্য একটি চরিত্র বিন্দুকে নিয়ে মৃণালীর ভাবনার শেষ নেই সে বিন্দুকে খুব ভালোবাসতো তাকে সঠিক জায়গায় বিয়ে দেওয়ার মেয়ে হিসেবে তার আত্মমর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল মৃণালের ওপর। তাই মৃণালের কণ্ঠে শোনা যায় - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নারী নিষ্পেষণের অপর আরেকটি গল্প ‘হৈমন্তী’। গৌরীশংকর একজন সৎ আদর্শবান মানুষ তার একমাত্র মেয়ে হৈমন্তী। হৈমন্তী খোলা পরিবেশে মহৎ ব্যক্তিত্বের বাবার কাছে মানুষ হয়েছে। গৌরীশংকর নিজের কর্মব্যস্ততায় ভুলেই গেছে মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে তার বিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ সমাজের চোখেও তার বয়স বেড়ে গেছে। তাই বড় বয়সের মেয়ের বিয়ে হওয়া সেই সময় খুব চাপের ছিল। কিন্তু সেই সময় পুরুষের বয়স বাড়লেও সে একাধিক বিয়ে করতে পারতো। যদি কোন পাত্রপক্ষ বাবা জানতে পারত কন্যা পক্ষের বাবার আর্থিক অবস্থা ভালো সেক্ষেত্রে আর তার বয়স বাড়লেও সমস্যার বিষয় ছিল না। গৌরীশংকরের আর্থিক অবস্থার কথা শুনে অপুর বাবা অপুর সাথে হৈমন্তীর বিয়ে দিয়েছিল। বিয়ের পর অবরুদ্ধ পরিবেশে হৈমন্তী নতুন জীবন শুরু হয়। কিছুদিন পর অপুর বাবা জানতে পারে গৌরীশংকরের অর্থের বিষয়ে যা কিছু শুনে ছিল তা সব গুজব। পরবর্তীকালে দেখা যায় আদর্শানুসারে বড় হয়ে ওঠা হৈমন্তী তার শ্বশুরবাড়ির ছলচাতুরি এবং মিথ্যে কথার প্রতিবাদ জোরালো কণ্ঠে করেছিল।

> “একে তো মেয়ে; তাতে কালো মেয়ে; কার ঘরে চলান, ওর কি দশা হবে, সে কথা না ভাবাই ভালো। ভাবতে গেলেই প্রাণ কেঁপে উঠে।”[৭]

বিন্দু হল আসলে মৃণালয়ের বড়জায়ের খুড়তুতো বোন সে অনাথ, অসহায় বলে মৃণালয়ের স্বামীর ঘরে তাকে ঠাই দেওয়া হয়। মৃণালের স্বামীর বাড়ি অন্যান্য সদস্যরা তাকে বোঝা বলে মনে করে এবং তাকে বোঝা মনে করে ঘর থেকে নামাতে চায়। তাই এক পাগলের সঙ্গে বিন্দুর বিয়ে দেওয়া হয়। কিছুদিন পর পাগল স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এবং ভয়ে পুনরায় মিনারের কাছে চলে আসে। সকলে বিন্দুকে আবার পাগল স্বামীর কাছে জোর করে পাঠাতে চাইলে মৃণাল তথাকথিত প্রচলিত পুরুষতন্ত্রের প্রতি জোরালো কণ্ঠে প্রতিবাদ জানায়। মৃণাল সর্বশক্তি দিয়েও প্রতিবাদ করলেও শেষ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 95
Website: https://tirj.org.in, Page No. 838 - 844
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পর্যন্ত বিন্দুকে বাঁচাতে পারিনি। বিন্দু মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে কোনো রাস্তা না পেয়ে শেষে কাপড়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে নিজেকে শেষ করে দেয়। এরপর থেকে মৃণালো তার পরিবার সংসারের প্রতি দূরত্ব বাড়তে থাকে। স্বামীকে পাঠানো চিঠির মাধ্যমে মৃণাল কঠোর ভাষায় নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলে,

> "আমি আর তোমাদের সেই ২৭ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না।"[৮]

মৃণাল কিন্তু সকল কিছু সহ্য করে বিন্দুর মত আত্মহত্যার কথা চিন্তা করেনি সে বরং আরো ভালো মতো নিজের আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকবার সিদ্ধান্ত নেয়। স্বামীকে পাঠানো চিঠিতে মৃণাল প্রতিবাদী সত্তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেখা যায় সমাজে নারীরা বেঁচে থাকে ঠিকই কিন্তু তাদের নিজস্ব কোন সত্তা নেই, সে কখনোই কারো কন্যা, কারো পত্নী, কারো মা, নারী নিজস্ব কোন আত্মপরিচয় নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্ত্রীরপত্র' গল্পে কিন্তু মৃণাল সমস্ত গণ্ডি অতিক্রম করে নিজের আত্মমর্যাদা নিয়ে নিজেই স্বামীর বাড়ি পরিত্যাগ করে সসম্মানে বাঁচবার পথে পারি দেয়। বিংশ শতাব্দীর শেষ এবং একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই আমরা দেখি বিশ্বায়নের যুগে নারীরা কেবল অন্তরপুরীতে বন্দি নেই বহির্বিশ্বে পুরুষের সমতুল্য হয়ে কর্ম জগতে অংশগ্রহণ করেছে। নারীরা পুরুষদের সাথে তাল মিলিয়ে চলার পর এবং ভোটাধিকার পাওয়ার সত্ত্বেও পুরুষের সমান স্বাধীনতা বা সাম্যের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছে না, তার কারণ কেবল রাজনৈতিক অধিকার পাওয়া নয়, পুরুষের সমযোগ্যতা পেতে তাদের চাই উন্নত মানের শিক্ষার অধিকার, কর্ম, অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকার তবেই নারীরা পুরুষের সমান মর্যাদা লাভ করতে পারবে। নারীদের মধ্যে আত্ম সচেতনতা এবং আত্মমর্যাদার বোধ বারিয়ে তুলতে হবে। আধুনিক নারী লেখিকারা তাদের দীপ্ত লেখনীর মধ্য দিয়ে সেই নবজাগ্রত নারী চেতনার দীপ্ত বাণীকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে চাইছেন। এইসব লেখিকাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সুচিত্রা ভট্টাচার্য। সুচিত্রা ভট্টাচার্য সমাজের এই অনিশ্চিত জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন যা তার কথাতেই স্পষ্ট -

> "আসলে কি জানো; এখনো আমাদের সমাজে মেয়েরা কোনঠাসা, তাদের প্রচুর কষ্ট আর অভিমান জমে রয়েছে আমি সেই সত্যটা কি কোন মোড়ক ছাড়া এই লেখায় তুলে ধরি।"[৯]

লেখিকার লেখনীর নারী সকল বিচিত্র ভঙ্গিতে প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছে। এই রকম এক বিচিত্র বিশ্লেষণধর্মী নারীর জীবন তাঁর 'দহন' উপন্যাসে ধরা পড়েছে। নারী প্রতিবাদী হতে চাইলেও সমাজের ভয়ে সে পদে পদে বাঁধা পেয়েছে এবং পিছিয়ে এসেছে, এই আত্ম জিজ্ঞাসা ও আত্ম প্রতিষ্ঠার এক নতুন অধ্যায় 'দহন'। মেট্রো রেলের সামনে কয়েকজন ধনী পিতার পুত্র নিজের স্বামীর চোখের সামনে তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করেন। সবাইকে বল দেখেই যায় ভয় কেউ প্রতিবাদ করতে পারে না, এর প্রতিবাদ করে এক অপরিচিতা দূর থেকে আশা ঝিনুক একটি সাধারন মেয়ে। রমিতা শশুর শাশুড়ির ভ্রান্ত মর্যাদা বোধ এবং বংশ গৌরব হারানোর ভয়ে কথাটা চাপা দিতে চায় ফলে মিথ্যে সাক্ষীর দেবার পরিণতি হিসেবে ঝিনুককে অপমানিত হতে হয়। এখনো পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের ধর্ষণ এবং শ্লীলতাহানি অসম্মানের চোখে দেখা হয়। আজও দেখা যায় দোষীদের থেকে নির্দোষী নারীকে সমাজের চোখে বেশি অপমানিত হতে হয়, এবং এই অসম্মানজনক কাজটি নারীদের লজ্জা বলে মনে করা হয়। রমিতা শিক্ষিত হয়েও সমাজের এবং পরিবারের ভয়ে সমস্ত সত্য চেপে যায় প্রতিবাদ করবার শক্তি হারিয়ে ফেলে কেবল এক অসহায় নারীর শরীরের মতো পরে থাকে। তার মনের কথা তাকে মর্যাদা কেউ তাকে প্রদান করেনি। এই উপন্যাসে লেখিকা দেখান এক সমগ্র, এক সম্ভাবনা, এক স্বপ্ন ফলে, ২১ শতকে দহন জ্বালায় উপন্যাসে চরিত্র এক বিষাক্ত আগুনকে ছুঁয়েও প্রাণ আর প্রাণের কথায় ভেসে আসে সম্ভাব্য মীমাংসা প্রস্তাবের গ্রন্থনা –

> "একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস জমাট বাধল, রনিতার বুকে। জীবনটা যদি এইরকম হত, লেপে দেওয়া হতো কলঙ্ক শুকিয়ে যাওয়া পর চড়চড় করে টেনে তুলে নিত কোন নিপুন জাদুকর।"[১০]

২১ শতকে মেয়েরা নানাভাবে নিজেদের প্রমাণ করেছে, বিশ্বায়নের বাতাসে পাল্টে গেছে নারীর পোশাক ও খাদ্যাভ্যাস এমন কি জীবনযাত্রাও। কিন্তু নারী এখনো সেই মর্যাদার শিক্ষায় পৌঁছাতে পারেনি। আজও সমাজের ভয়ে তাদের চুপ থাকতে

হয় অপরাধকে মুখ বুজে মেনে নিতে হয়। তাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বড় হয়ে ওঠা এবং তারই প্রতিনিধি হিসেবে পলাশ তার বউ রমিতাকে হুংকারে শুনিয়েছে -

"দেখি কোন শ্রাবনা সরকার বাঁচাতে পারে তোমাকে! দেখি, দেখি।"[১১]

রমিতা সমাজ, পরিবার, স্বামীর ভয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারিনি, কিন্তু তার হয়ে প্রতিবাদ করেছে শ্রাবনা সরকার। তাই -

"শ্রাবনা সরকার এখন রাতারাতি একটা নাম, একটা তারকা, একটা আদর্শ।"[১২]

'দহন' উপন্যাসে এই এক লড়াকু মেয়ে যে প্রতিবাদ করতে জানে, যে পুলিশ থানা, কোর্ট কাছারি, দৌড়ঝাঁপ করে নারীকে মানবী বিশ্বের সন্ধান দেওয়ার কাহিনী। শ্রাবণ সরকার ওরফে ঝিনুক ছাত্র অবস্থায় আর পাঁচটা মেয়ের মতোই শান্ত, ভীতু প্রকৃতির ছিলেন, কিন্তু সামাজিক পরিস্থিতিতে পরে সে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। সমাজের পুরুষ যে প্রতিবাদের ভয়ে পিছিয়ে থাকতো ছেলে মানুষের ভূমিকা নিয়ে ঝিনুক অন্যায়ের প্রতিবাদে এগিয়ে আসে। কেস থেকে ঝিনুককে সরে আসতে পলাশকে অফিসের বস শীর্ষ ব্যক্তিত্ব, বিদেশে যাওয়ার লোভ দেখায়, কিন্তু ঝিনুক পলাশকে তা থেকে সরে আসতে বলে। ঝিনুক প্রচলিত নারীদের মতো হতে চায় না, অন্যায় সে মেনে নিতে চায় না। এই নারীবাদী ঝিনুক বুঝতে পারে আজও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ভয় পেয়ে নারী জাতি কতটা পিছিয়ে আছে। ঝিনুকের মা সুজাতার মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক এবং মধ্যযুগীয় নারী ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। ঝিনুকের এই গুন্ডাদের সাথে লড়াইয়ের ঘটনা মা হিসেবে ভয়ে তার মন আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। তেমনি অন্যদিকে আবার মেয়ের সাহসিকতার জন্য কাগজে নাম ও ছবি ছাপা হওয়ায়,আত্মীয় বন্ধুর মুখে মেয়ের অভিনন্দন শুনে মা হিসেবে সুজাতা গর্ববোধ করে। সুজাতা চায় তার মেয়ে এইসব ঝামেলা থেকে সরে এসে আর পাঁচটা মেয়েদের মত সংসার ধর্ম করুক মাতৃ হৃদয় পরিপূর্ণ স্বার্থপরতা সুজাতাকে দোষে গুনে বাস্তব সময়ের জীবন্ত করে তুলেছে লেখিকা আমাদের সামনে। স্বাধীনচেতা মৃণালিনী শেষ আশ্রয় হিসেবে বৃদ্ধাশ্রমকে বেছে নিয়েছে। মৃণালিনী স্বাধীনচেতা নারী হিসেবে বেঁচে থাকতে চায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে মৃণালিনী নির্বাক, প্রতিবাদ তীব্র খুব ঘৃণা প্রসন করে শ্বশুর বাড়ি থেকে বিয়েতে পন নেওয়ার জন্য এখনো অপমানিত বোধ করেন মৃণালিনী সব মিলিয়ে মৃণালিনীকে আধুনিক প্রতিবাদী নারীর প্রতিনিধি করে তুলেছে। ঝিনুকের স্কুলের শিক্ষিকা বন্ধুরাও শেষ পর্যন্ত দূরে সরে গেছে। পুলিশ, প্রভাবশালী গোষ্ঠী ঝিনুককে ভয় দেখায় তার প্রতিবাদী কণ্ঠ নিরব করে দিতে চায়। কিন্তু সকল অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে একা লড়াই চালিয়ে যায় ঝিনুক শেষে দেখা যায় ঝিনুক কেসটা হেরে যায়। কিন্তু পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের কাছে রেখে গেছে প্রতিবাদের বর্ণমালা। সেই বর্ণমালায় পাঠক প্রত্যাশিত নারী চেতনার অভিব্যক্তিকে পরখ করে নিতে পারে। আর আধুনিক নারীর দীপ্তি প্রতিবাদের উদাহরণ হিসেবে রেখে যায় এই 'দহন' উপন্যাস। বর্তমানেও আমরা নানা ক্ষেত্রে দেখতে পারি নারী-পুরুষের সমতুল্য সমস্ত কাজ করতে পারে তারপরেও কেন তাকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে পিছিয়ে থাকতে হবে। উনিশ শতকের দিকে নারী যদি গল্প বা কবিতা লিখতো শুনলেই পুরুষ সমাজ তাদের অপমানিত করে, পিছু পথে ঠেলে দিত। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত বলেছেন - 'নারকেলের মালা বড় কাজে লাগে না, স্ত্রীলোকের বিদ্যা ও বড় নয়।' বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মকথার লেখিকা রামসুন্দর দেবী সেই সময় নিজের ইচ্ছে এবং প্রচেষ্টায় প্রথমে পড়তে এবং ধীরে ধীরে লিখতেও শেখে। নারী হিসেবে সে স্বামী এত বড় সংসার পুত্র কন্যাদের দেখাশোনা করেও শিক্ষার আঙিনাকে উজ্জ্বল করে তোলে নারী হিসেবে সেই সময় নারীর আত্মমর্যাদার গৌরবকে আরো উজ্জ্বল করে তোলে।সুদীর্ঘকাল থেকেই দেখা যায় নারী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে অবহেলিত, অপমানিত এবং লাঞ্ছনার পাত্রী। পুরুষের সমতুল্য যোগ্যতা লাভ করেও নারী আজও পিছিয়ে রয়েছে সমাজের চোখে। কিন্তু প্রতিবাদী নারীরা সমস্ত লাঞ্ছনার পরও অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে গেছে। তাদের এই জোরালো কণ্ঠের প্রতিবাদের ভাষা আরও সমসময়ে কিংবা বর্তমান সময়ে নারী জাতির মনবল এবং সাহসিকতার যোগান দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন লেখক এবং লেখিকাদের প্রতিবাদ নারী চরিত্রগুলো বাস্তব নারীদের প্রতিবাদ চেতনাকে যেন প্রতিনিয়ত বিকশিত করে গেছেন।নারী জাতি সকল সময়েই অন্যায়

অবিচারের বিরুদ্ধে এইরকম প্রতিবাদী হয়ে উঠুক। জ্বলন্ত আগুনের শিখার মত জ্বলতে থাকুক নারী চরিত্র আর তাদের জ্বলন্ত আগুনের শিখায় পুড়ে ছারখার হয়ে যাক অন্যায়কারী মানসিকতা, এবং আমাদের এই কঠোর পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। নারী জাতি যেন সকল সময় সবল থাকে সাহসী থাকে ভয় বা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যেন তাদের বোবা যন্ত্রে পরিণত করতে না পারে। নারী জাতি যেন সকল বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সমাজে ঘটে যাওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে এই আশাই আমরা রাখছি।

Reference:

১. মল্লিকা সেনগুপ্ত, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দেজ পাবলিশিং, ২০১১
২. প্রথম প্রতিশ্রুতি, আশাপূর্ণা দেবী, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ৭০০০৭৩, সাতাওরতম মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪২৮, পৃ. ১৮
৩. তদেব পৃ. ১৮
৪. তদেব পৃ.৪৮
৫. দেনা পাওনা, গল্পগুচ্ছ, সাহিত্যম প্রকাশনী, ১৮ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ২৩
৬. তদেব পৃ. ২৩
৭. স্ত্রীর পত্র, গল্পগুচ্ছ, সাহিত্যম প্রকাশনী, ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৬১০
৮. তদেব পৃ. ৬১০
৯. আগরওয়াল শশী, সুচিত্রা ভট্টাচার্য ও তাঁর উপন্যাস গুলো পরিচিতি ও বিশ্লেষণ, কুনাল বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত, জানুয়ারি ২০১৬, পত্রভারতী পৃষ্ঠা-১৯৮
১০. সুচিত্রা ভট্টাচার্য, ‘দহন’, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৯৬
১১. তদেব, পৃ. ৮৮
১২. তদেব, পৃ. ৩১

Bibliography:

সেনগুপ্ত মল্লিকা, ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, ২০১১, দেশ পাবলিশিং
আশাপূর্ণা দেবী,'প্রথম প্রতিশ্রুতি', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, সাতাওরতম মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪২৮, কলকাতা ৭০০০৭৩
ভট্টাচার্যের সুচিত্রা, ‘দহন’, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৮, আনন্দ পাবলিশার্স
রবীন্দ্র গল্পগুচ্ছ, সাহিত্যম প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ১৮ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩